যায়যায়দিন

তারিখ 31 MAR 2013
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ...

উলিপুরের কাঁঠালবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়

ম্যানেজিং কমিটি-শিক্ষক দ্বন্দ্বে এক মাস ক্লাস বন্ধ

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) সংবাদদাতা

কুড়িগ্রামের উলিপুরের কাঁঠালবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে ম্যানেজিং কমিটি এবং শিক্ষকদের দ্বন্দ্বে বিদ্যালয়ে এক মাস ধরে ক্লাস বন্ধ রয়েছে। ফলে বিপাকে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

অচলাবস্থা নিরসনে ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের পক্ষে ৫০ মার্চ জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যালয়ের ১৩ জন শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক ১ নাম্বার সিরিয়ালে থাকা সিনিয়র শিক্ষক জয়নাল আবেদীনকে ডিঙিয়ে জুনিয়র শিক্ষক আব্দুল মজিদকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার প্রতিবাদে জেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর অভিযোগ করেছেন। জেলা শিক্ষা অফিসার বিষয়টি নিরসনে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আব্দুল কাদেরকে পত্র প্রদান করেন। কিন্তু ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জেলা শিক্ষা অফিসারের নির্দেশ অমান্য করে পূর্বের সিদ্ধান্তে অটল রয়েছেন। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীরা গত এক মাস ধরে ক্লাস বর্জন করে আসছেন। এতে বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ৩৫১ জন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অভিভাবকরাও তাদের সন্তানদের পড়াশোনা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। বৃহস্পতিবার ওই বিদ্যালয়ে গেলে বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী দোলেনা বেগম, ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থী রিক্তা রানী ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থী প্রণব চন্দ্র দাস এবং রায়হান জানায়, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে স্যারদের সঙ্গে কমিটির দ্বন্দ্বে ক্লাস বন্ধ রয়েছে। বছরের তিন মাস পেরিয়ে গেলেও ক্লাস না হওয়ায় তারা লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ছে। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক দেবেন্দ্র নাথ, শামসুজ্জোহা, শাহজাহানসহ উপস্থিত শিক্ষকরা জানান, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক অবসর গ্রহণ অবসরে গেলে সরকারি বিধি লঙ্ঘন করে জ্যেষ্ঠ শিক্ষককে বাদ দিয়ে জুনিয়র শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেয়ায় শিক্ষকদের মাঝে চরম অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। শিক্ষার্থী অভিভাবক চাঁদ মিয়া, আফছার আলী, মুকুল মিয়া, রতন চন্দ্র দাস, মোস্তাফিজার রহমানসহ অনেকে বলেন, বিদ্যালয়ে ক্লাস না হওয়ায় সন্তানদের নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন তারা। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল মজিদ জানান, তিনি দায়িত্ব নেয়ার পর শিক্ষকরা তার কথা না শুনে ক্লাস বর্জন অব্যাহত রেখেছেন। বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক জয়নাল আবেদীন জানান, বিধি মোতাবেক তাকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিয়োগ না করায় তিনি সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, কুড়িগ্রামে মামলা করেছেন।

বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আব্দুল কাদের জানান, সরকারি বিধি জানা না থাকায় ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আব্দুল মজিদকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পরিবর্তনের ইচ্ছা থাকলেও মামলার কারণে পরিবর্তন করা যাচ্ছে না।